36

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 08 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কোচিং সেন্টার সমাচার

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় আর কাঁকুড়ের চেয়ে বিচি বড়। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের চেয়ে এখন কোচিং সেন্টারের প্রতিপত্তি বেশী হয়ে উঠেছে। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে জানানো হয়েছে—শুধু ঢাকা মহানগরীতেই আড়াইশ' থেকে তিনশ' কোচিং সেন্টার রয়েছে। রিপোর্টে সাম্প্রতিক এক জরিপের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এমএসএস শেষ বর্ষের একদল শিক্ষার্থী গবেষণা প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পর্যায়ে কোচিং সেন্টারের ভূমিকা বিষয়ে এই জরিপ চালায়। জরিপে দেখা গেছে, গত পাঁচ বছরে কোচিং সেন্টার থেকে শিক্ষাগ্রহণকারীদের শতকরা ১৯ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। অর্থাৎ কোচিং প্রতিষ্ঠানের এক চতুর্থাংশেরও কম ছাত্র-ছাত্রী ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে। কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের যত সফল বলেই প্রচার করুক, তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠবে।

কোচিং সেন্টারগুলির ভূমিকা নিয়ে সব সময়েই অবশ্য প্রশ্ন ছিল। এখনও আছে। এ ধরনের কোচিং সেন্টারের কি আদৌ কোন প্রয়োজন আছে? এসব সেন্টার কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না কি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান? বেসরকারী খাতে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা হতে পারে একথা সবাই জানে। তবু মুদি দোকানের বা শিল্প পণ্যের ব্যবসার সঙ্গে শিক্ষার ব্যবসার কিছু পার্থক্য থাকবে। কিন্তু আমাদের দেশের কোচিং সেন্টারের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে গেলে দ্বন্দ্ব লাগে। কোচিং সেন্টারগুলি বিজ্ঞাপন দেয়। ঈপ্সিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিশ্চয়তার কথা বলে। পাশাপাশি লোভনীয় পুরস্কার ও উপহারের কথাও বলে। বিশেষ ব্র্যান্ডের গুঁড়া দুধ কেনা হলে যেমন ননস্টিক ফ্রাইপ্যান দেবার ঘোষণা থাকে এও যেন তেমনি বিষয়। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয় না। কোচিং সেন্টারের নামে ব্যবসা যত সফল হয়, শিক্ষা তত নয়। কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সে জন্যই। শিক্ষার্থীরা প্রচুর অর্থ কোচিংয়ের জন্য ব্যয় করছে। কিন্তু তারা লাভবান হচ্ছে না।

শিক্ষার নামে এ ধরনের প্রতারণামূলক ব্যবসাকে আমরা অবশ্যই অন্যায় বলব। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই বলা দরকার। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটা ফাঁক আছে। এই ফাঁক বা শূন্যতার সুযোগেই কোচিং সেন্টারগুলি এভাবে জাঁকিয়ে বসতে পারছে। দেশের স্কুল কলেজগুলিতে যথাযথভাবে লেখাপড়া হলে এসব কোচিং সেন্টারের নিশ্চয় প্রয়োজন হত না। কিন্তু তা হয় না। শোনা যায়—স্কুল কলেজের অনেক শিক্ষকও এসব কোচিং ব্যবসায় জড়িত আছেন। তারা কোচিং স্কুল চালাবেন বলে অথবা প্রাইভেট পড়াবেন বলে তাদের মূল দায়িত্ব অবহেলা করেন। অর্থাৎ স্কুল-কলেজে ঠিকমত পড়ান না। এদিকে কোচিং সেন্টার হয়ে উঠেছে বিদ্যাশিক্ষার দোকান। মুদি দোকানের মতই খানিকটা। খদ্দের ঠকিয়ে লাভ করার মতো এরাও শিক্ষার্থীদের ঠকিয়ে লাভ করার পাঁয়তারা করছে।

কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে বলে খুব সম্ভব লাভ নেই। যদিও বলার মতো বিষয় একাধিক আছে। কোচিং সেন্টারগুলি দেশে শিক্ষায় বৈষম্য সৃষ্টিতেও সাহায্য করছে। কোচিং সেন্টারে পয়সা ঢালার সামর্থ্য সবার নেই। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল-কলেজের মতো মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপরই ভরসা করতে হয়। আমরা সে জন্য মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথ করার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে লেখাপড়া হওয়া দরকার। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা যাতে সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন সেটা নিশ্চিত হওয়া উচিত। এই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যদি সচেতনভাবে কোচিং সেন্টার বর্জন করার উদ্যোগ নেয় তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে।